ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২০২৫
আগরতলা,৩০ জুলাই,২০২৫

দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন লীনা দত্ত মোদক

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টে চোখের দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যা নিয়ে আসা মোহনপুরের বাসিন্দা লীনা দত্ত মোদক (৫২) চিকিৎসার ফলে আবার তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। লীনা দত্ত মোদক হঠাৎ করেই তাঁর চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর শরীরে উচ্চমাত্রায় ডায়াবেটিস ছিল এবং ভিইপি টেস্টে চোখের স্নায়ুতে মারাত্মক ডিমাইলিনেশন সনাক্ত করা হয়। লীনার চিকিৎসা শুরু হলে তাঁর বিপিএল কার্ড থাকায় চিকিৎসা খাতে ব্যয়ের জন্য কোনও সমস্যা হয়নি। তিনি জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ওয়ার্ডে গত ১৫ জুলাই ভর্তি হন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার আন্তরিকতা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উদ্যোগের ফলে নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার এবং জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে যত্নবান। এর ফলস্বরূপ একের পর এক রোগী চিকিৎসার সুফল পাচ্ছেন। অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথের তত্ত্বাবধানে লীনা দত্ত মোদককে এক লাখ টাকার Rituximab ইনজেকশন দেওয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালীন, লীনার দৃষ্টি ধীরে ধীরে ফিরে আসে এবং তিনি আবার দেখতে পান। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথ এর নেতৃত্বে ডাঃ অভিজিৎ আচার্য, ডাঃ পৌলোমী নাগ, ডাঃ শুভ্রজিৎ দাশ, ডাঃ অর্ক প্রভা রায় চৌধুরী এবং ডাঃ সুপ্রতীম সাহা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মহিলাকে চিকিৎসা করেন। এই চিকিৎসাপর্বে নার্সিং অফিসার ইনচার্জ ছিলেন সেবিকা দত্ত এবং অন্যান্য স্টাফ নার্স ছিলেন রোজী চক্রবর্তী, আরনিকা সিনহা, আবুল হোসেন এবং সুরজিৎ সুত্রধর। তাদের অবদানও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গত ১৯ জুলাই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার পর লীনার পরিবার ও পরিজনেরা ডাঃ আবির লাল নাথের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****